58

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 1-2 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৩ ...

এইচএসসি পরীক্ষা ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

২৮ মে এ দেশে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে ৫ লাখ ১১ হাজার ৫৯ জন পরীক্ষার্থী। এ সংখ্যা গত বছর থেকে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৩৯ জন কম এবং ১৯৯৬ সাল থেকেও প্রায় ৭৫ হাজার জন কম।

এই তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট একটা গলদ আছে। শিক্ষার এই গলদটা অনুসন্ধান করে তাকে নিরাময় করার জন্য আমরা মোটেই আন্তরিক নই।

পরীক্ষার প্রথম দিনেই চার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে, এ তথ্য আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের গলদটাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদগুলো কি? প্রধান গলদ আমাদের শিক্ষাক্রমে। আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষাক্রম অনুমোদন করা হয়, তা আমাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণের চাহিদা এবং প্রস্তুতি অনুসারে প্রণয়ন করা হয়নি। এ শিক্ষাক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুত করে প্রবর্তন করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের যথাযথ বা আদৌ কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচি আয়ত্ত করতে পারে না বলেই নকল করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়ত আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিপন্থী। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত পরীক্ষা পদ্ধতি হাজার হাজার শিক্ষক এবং লাখ লাখ শিক্ষার্থীর মেধা ও মনমানসিকতার প্রতিফলন ঘটতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এদেশেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি প্রোগ্রামের পরীক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। দূর শিক্ষণে অনুসৃত এই পদ্ধতিতে ব্যাপক হারে নকল এবং প্রশ্ন ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ এবং শিক্ষার্থীগণ যে বিষয়ে ফেল করবে কেবল সে বিষয়ে পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারার সুযোগ থাকায় ব্যাপক হারে নকল করার প্রবণতা কমিয়েছে।

সর্বশেষ এবং সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষক, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিকাশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের প্রতি শিক্ষার্থীদের তথা সমগ্র সমাজের অনাস্থা, অশ্রদ্ধা এবং সন্দেহ পোষণ।

এ কথা তো নির্জলা সত্য যে, বর্তমানকালে যেসব শিক্ষক, অধ্যক্ষ, পরিচালক বা মহাপরিচালক শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের কেবলমাত্র তথাকথিত সিনিয়রিটি ছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান কতোটুকু! ব্যক্তি মানুষ হিসেবেই তাদের সুখ্যাতি কতোটা, তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

আজকাল কিসের জোরে একজন প্রমোশন পেয়ে উপরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, তা কি আর আমাদের সন্তানেরা জানে না? স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তো এ ব্যাপারে সত্য তথ্য উদঘাটন করেছেন। সবশেষে এ দেশের সচেতন মানুষের কাছে, ক্ষমতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমাদের সোনার সন্তানদের নিয়ে আপনারা আর স্বার্থোদ্ধার করার কথা ভাববেন না, তাদেরকে মানুষ হতে দেন। কাজের মুনাফাটাকে ত্যাগ করে দেশের দূরবর্তী বড়ো মুনাফা ও কল্যাণটাকে গ্রহণ করুন।

অধ্যাপক ফৈয়াজউদ্দীন
৫৭ বি লেক সার্কাস
ঢাকা।